শিক্ষার হেরফের

ছোটবেলা থেকেই একটি শিশুকে বুঝানো হয় শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড । কিন্তু সেই শিক্ষায় যদি নিজেকে সুশিক্ষিত করতে না পারা যায় তখন বলা যায় না যে শিক্ষা সত্যিই জাতির মেরুদন্ড । যেখানে ছোটবেলা থেকেই শিক্ষার্থীদেরকে মেরুদন্ড সোজা করে দীর্ঘক্ষণ শ্রেণীকক্ষে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে যায় , তখন শিক্ষার্থীর প্রয়োজন হয় একটু বিশ্রামের অথবা একটু প্রশান্তির কিন্তু তার ব্যাবস্থা নেই সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে । প্রয়োজনের খাতিরে বিদেশী ভাষা রপ্ত করা আমরা শিখেছি , কিন্তু সেই ভাষা দিয়ে আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে আমরা পারছি না । সঠিক শিক্ষা অথবা শিক্ষাব্যবস্থা বিবেচনা করাটা অনেক মুশকিল । একটা শ্রেণী থেকে একটি শিক্ষার্থী পরিচিত তার মেধাক্রমের মাধ্যমে । কিন্তু একটা শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা কি এতো সহজ , নবম শ্রেণীতে উঠার পড়ে বিভাগ হয়ে যায় শিক্ষার্থীদের মাঝে আর সেই বিভাগ বিভাজিত শিক্ষার্থীদের ইচ্ছার অথবা পারদর্শিতার উপরে বিবেচনা না করে বিবেচিত হয় তার অভিভাবকের সিদ্ধান্ত , শিক্ষকের যুক্তির উপর । যখন সে এই বিষয়ে অপারগ হয়ে যায় তখন তাকে দুর্বল ভাবা হয় কখনো এটা বলা হয় না যে অন্য বিভাগের পড়াতে হয়তো তার পারদর্শিতা ছিলো । পারদর্শিতা থাকলেও তখন বিভাগ পরিবর্তনের মাধ্যম ও এই শিক্ষাব্যবস্থার মতোই জটিল । ছোটবেলা থেকেই পড়া মুখস্থ করতে করতে শিক্ষার্থীরা হারিয়ে ফেলে তাদের চিন্তাশক্তি , চেতনা । তখন আর মুখস্থ করা ছাড়া আর কিছুই তারা করতে পারে না । তাদের হাতে কোন শখের বই দেখলে অভিভাবকেরা তা ছিনিয়ে নিতে চান । বাঙালি ছেলেদের ছোটবেলা থেকেই ব্যকরণ ও অভিধান গুলির মধ্যে নিজেদের ব্যস্ত থাকতে হয় যেখানে অন্য দেশের ছেলেরা আনন্দে দিন যাপন করে । বাঙালি ছেলেরা পড়া মুখস্থ করে পাশের পড়া পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে । তারা পারে না স্বাধীনভাবে খেলতে , পড়তে পারে না । ফলে মানসিক দিক থেকে তারা পরিপক্কতা লাভ করতে পারে না শিক্ষার্থীরা এমএ পাস করে কিন্তু সাথে সাথে তাদের বুদ্ধির বিকাশ ঘটে না । বাল্যকাল থেকেই আমাদের শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ মিশ্রিত নেই আমরা আবশ্যক তাই কন্ঠস্থ করে থাকি । এতে সাময়িক আজ হয়তো চলে যায় , কিন্তু প্রকৃত বিকাশ সাধিত হয় না । শিক্ষার্থীরা যদি আনন্দ সঙ্গে এসে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তবে তার প্রাণ শক্তি , ধারণ শক্তি , চিন্তাশক্তি বেশ সহজ এবং স্বাভাবিক নিয়মে চলে । বাল্যকাল থেকে চিন্তা ও কল্পনার চর্চার না করলে কাজের সময় বিপাকে পড়তে হয় ।

কিন্তু বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই পথ রুদ্ধ বিদেশী ভাষা , তা একদিকে বেশি হওয়ার কারণে এবং অন্যদিকে আমাদের শিক্ষকদের অপটুতার কারণে ভাষার সঙ্গে আমাদের মনের ভাব সহজে প্রকাশ করতে পারে না , সেকারণে শিশুকাল থেকে শুধুমাত্র স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর না করে সঙ্গে সঙ্গে সমপরিমাণ চিন্তা শক্তি ও কল্পনা শক্তির স্বাধীন পরিচালনা করা দরকার । আমাদের নিরস শিক্ষা ব্যবস্থায় জীবনের এই মাহেন্দ্রক্ষণ ফুরিয়ে যায় , আমরা বাচ্চা থেকে কৈশোরে এবং কৈশোর থেকে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতগুলি বোঝা টেনে । 20 বছর ধরে আমরা যে নিরস শিক্ষা গ্রহণ করি তা আমাদের বিকশিত হতে কখনোই সহায়তা করে না । ভাষার সংগে যদি ভাবের শিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হতে থাকে তবে আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হবে । এই শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য সাধনায় বর্তমানের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হচ্ছে শিশু কাল থেকে যৌবনের প্রবেশ করা পর্যন্ত আমাদের ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য আনা । যেখানে আমরা এই সামঞ্জস্য বিধান করতে পারি না সেখানে আমরা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হই । আমাদের জীবনে এই সামঞ্জস্যতা আনলে তবেই আমরা সার্থক জীবন যাপন করতে পারব ।